STUDY MATERIALS
SEMESTER -3
COURSE -7

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর ?

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের (১৪৯২ খ্রি.) পর ইংরেজরাই প্রথম সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে ১৬০৭ খ্রি.)। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজত্বকালে অ্যাংলিকান স্টুয়ার্ট শাসকগণ পিউরিটানদের চার ধর্মীয় অত্যাচার শুরু করলে তারা ইংল্যান্ড ছেড়ে)। আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশে এসে বসবাস শুরু করে। উপনিবেশিক শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর চাপালে উপনিবেশবাসীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম বা আমেরকিার বিপ্লব নামে পরিচিত।

ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যে ইংরেজরা মাতৃভূমি ছেড়ে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই পিউরিটান ধর্মাবলম্বী ইংরেজের বংশধর। বংশপরম্পরায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই পিউরিটানদের ক্ষোভ পৃথ্বীভূত ছিল। তারা কোনো মতেই ব্রিটেনের রাজার সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না।

কয়েক প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পাশাপাশি বসবাস করে একই গির্জায় উপাসনা করে উপনিবেশকারীদের মধ্যে এক ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। তারা অনুভব করেছিল ব্রিটিশদের থেকে তাদের অস্তিত্ব আলাদা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকা এবং আমেরিকাতে। নিজেদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত থাকায় তারা আমেরিকার জাতীয় চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আসে। মীর পড়ে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হয়। টমাস জেফারসন উপনিবেশবাসী জাতীয়তাবোধে উদবদ্ধ করার জন্য বলেন- স্বাধীনতা বৃক্ষের জন্য গণতন্ত্রের মতো লোভ বাদে অ ওষুধ দরকার।

টম, পেইন, টমাস, জেফারসন, লক, রেনেডম আগাম স হ্যারিংটন, মিলটন, মন্তেস্কু প্রমুখের দার্শনিক ভাবনা উপনিবেশবাসীর মনে স্বাধীনতার (৭/ চিনি আইন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এ ছাড়াও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জন ওয়াইজ, রজার জনি জারি করেন। উইলিয়ামস, জোনাথন মেহিউ প্রমুখ লেখকের উপনিবেশবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে গো রে নি ও যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এসময়কার হার্ভার্ড, উইলিয়াম অ্যান্ড মেরি কলেজ, ইয়েলে কলেজ, পেনসিলভানিয়া, কলম্বিয়া, ডার্টমাউথ প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলি এবং নিউজ লেটারসহ পঁচিশটি সংবাদপত্র উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার সপক্ষে মত প্রকাশ করে।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রি.) ফ্রান্স হেরে যাওয়ায় উত্তর আমেরিকার ফরাসি উপনিবেশ কানাডা ইংল্যান্ডের দখলে আসে। ফলে উপনিবেশবাসীদের মনে থেকে ফরাসি ভীতি দূর হয়। তারা একজোট হয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক এডমন্ড রাইটের মতে-ফরাসি ভীতি দূর হওয়ায় আমেরিকার বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পরবর্তী ব্রিটিশ প্রধামন্ত্রী রকিংহ্যাম স্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রত্যাহার করে নেন। রকিংহ্যাম মন্ত্রীসভার রাজস্বমন্ত্রী চার্লস টাউনসেন্ট জারি করেন ঘোষণার আইন। এই আইনে বলা হয় উপনিবেশবাসীদের ওপর কর ধার্যের অধিকার রয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের। এই আইন অনুসারে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে আমদানি করা চা, চিনি ও কাচের ওপর কর চাপানো হয় (১৭৬৭ খ্রি.)। এই ঘোষণার

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে উপনিবেশবাসীদের সঙ্গে হল্যান্ড, গগয়ে শিতি বিশ্বের রাজ ফ্রান্স ও স্পেন যোগ দিয়েছিল। কেন না উপনিবেশবাসীদের মধ্যে মষ্টিমেয় বাসিন্দার গানে মূল য়েছে। উৎসভূমি ছিল এইসব দেশগুলি। ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নওয়ালিশের আত্মসমর্পণে ও জর্জায় মেত্রে। শিলাদিত ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, জন যিয়ার অ্যাডামস প্রমুখের সুদক্ষ নেতৃত্বের গুণে আমেরিকাবাসী স্বাধীনতার সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ হা করল। স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন 'জাতির জনক' জর্জ ওয়াশিংটন।